বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ঃ খাদ্য নিরাপত্তা

মডেল প্রশ্ন-০১

'ক' দেশটিতে প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। যা দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে ও রপ্তানি হয়। অন্যদিকে 'খ' দেশটিতে খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে সে দেশের মানুষের আয় বেশি কিন্তু শিক্ষার হার কম। খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষ পুষ্টির বিষয়টি বিবেচনা করে না। পারিবারিক পর্যায় থেকে অনেক হোটেল রেস্তোরায়ও বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করা হয় না।

ক) ভেজাল খাদ্য কী? ১

খ) খাদ্য সংরক্ষণ করা কেন প্রয়োজন? ২

গ) উদ্দীপকে 'ক' দেশটিতে খাদ্য নিরাপত্তার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?-ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে 'খ' দেশটিতে খাদ্য নিরাপত্তার কোন দিকটি ব্যাহত হয়েছে উল্লেখপূর্বক পূর্ণমাত্রার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার ও জন সাধারণের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত-মতামত দাও। ৪

১নং প্রঃ উঃ ক

এক খাদ্যের সাথে অন্য খাদ্যের সংমিশ্রণ, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাদ্যে এমন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণ, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার, খাদ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রং প্রয়োগ ইত্যাদি একত্রে খাদ্যে ভেজাল বা ভেজাল খাদ্য বলে পরিচিত।

১নং প্রঃ উঃ খ

খাদ্য সংরক্ষণ বলতে খাদ্য যেন পচে বা নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করে খাদ্যের গুণগত মান অনুসারে খাদ্যকে বিভিন্নভাবে মজুত রাখাকে বোঝায়। খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টি উপাদানের গুণগত মান বজায় রাখা এবং খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ বহুদিনের জন্য অবিকৃত রাখাই খাদ্য সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। খাদ্যের অপচয় রোধ পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং ভবিষ্যত নিরাপত্তার জন্য খাদ্য সংরক্ষণ ও মজুত রাখা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক কারণে সব খাদ্য পচে যায়। আবার বিভিন্ন কারণে খাদ্য নষ্ট হতে পারে। খাদ্য যাতে পচে বা নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

১নং প্রঃ উঃ গ

খাদ্য প্রাপ্যতা ব্যাহত হয়েছে।

- খাদ্য প্রাপ্যতা কাকে বলে লিখবে।
- খাদ্য প্রাপ্যতা কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তা লিখবে।
- উদ্দীপকে ক দেশটিতে প্রচুর উৎপাদনের কারণে চাহিদা মিটিয়ে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় যা খাদ্য প্রাপ্যতাকে নির্দেশ করে। আবার বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে অন্য দেশের প্রাপ্যতাকেও প্রভাবিত করে।

১নং প্রঃ উঃ ঘ

খাদ্যের ব্যবহার দিকটি।

- খাদ্যের ব্যবহার কাকে বলে?
- খাদ্যের ব্যবহার কীভাবে।
- খাদ্য নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করে।
- খাদ্য নিরাপত্তার ৩টি দিক নিশ্চিত হতে হবে পূর্ণ মাত্রার খাদ্য ২টি পূরণ হলে হবে না।

- প্রাপ্যতা ক্রয়যোগ্যতা ও খাদ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষে সরকারের ও জনসাধারনের পদক্ষেপ বই থেকে লিখতে হবে।

মডেল প্রশ্ন-০২

জনির দেশে খাদ্য শস্যের পর্যাপ্ত মজুদ আছে। কিন্তু বেকার সমস্যা প্রকট। জনগণের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ নেই। ফলে দেশের অনেক লোক ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে। এছাড়া শহরে কিছু কষ্ট পাচ্ছে। এছাড়া শহরে কিছু অসাদু বিক্রেতা খাদ্যদ্রব্যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি মেশায়। যা মানুষের নানা রকম রোগব্যাধি হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়।

ক) খাদ্য নিরাপত্তা কী? ১

খ) বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা খাধ্য প্রাপ্যতা কীভাবে প্রভাবিত হয়? ২

গ) উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তার কোন দিকটি ব্যাহত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে অসাধু ব্যবসায়ীদের কার্যক্রম "নিরাপদ খাদ্য" ধারণাকে সমর্থন করে কিনা উল্লেখপূর্বক খাদ্য নিরাপদ করণে সরকারের ভূমিকা-ব্যাখ্যা কর। ৪

২নং প্রঃ উঃ ক

সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবনযাপনের জন্য একটি সমাজের সকল লোক সবসময় পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য প্রাপ্তিকে খাদ্য প্রাপ্যতা বলে।

২নং প্রঃ উঃ খ

দেশজ উৎপাদনই খাদ্য প্রাপ্যতার প্রেক্ষিতে প্রধান নিয়ামক। তবে খাদ্য ঘাটতির কারণে অনেক সময় বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা খাদ্য আমদানি করতে হয়। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশকে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হিসেবে দাবি করা হয়েছে।

বড় ধরনের দুর্যোগে না পড়লে খাদ্য ঘাটতি তেমন দেখা দেয় না। তথাপি প্রতিবছর দেশে বেশ কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়ে থাকে। এটি করা হয় দুর্যোগকালীন জরুরি প্রয়োজন মেটানো এবং খাদ্যশস্যের প্রয়োজনীয় ও নিরাপত্তা মজুদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, যা খাদ্য প্রাপ্যতার দিকটি নিশ্চিত করে।

২নং প্রঃ উঃ গ

ক্রয়যোগ্যতা ব্যাহত হয়েছে।

- কাকে বলে লিখবে।
- ক্রয়যোগ্যতা দিকটি অর্জন করতে করণীয় কিছু লিখবে।
- উদ্দীপকের বর্ণনা লিখে উপসংহার দিতে হবে।

২নং প্রঃ উঃ ঘ

না, সমর্থন করে না।

- নিরাপদ খাদ্যের সংজ্ঞা লিখবে।
- নিরাপদ খাদ্যের ২-৩ টা গুরুত্ব লিখবে।

- উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায় অসাধু ব্যবসায়ীদের কার্যক্রম নিরাপদ খাদ্য ধারণাকে বিঘ্নিত করে।
- খাদ্য নিরাপদ রাখতে সরকারের করণীয় লিখবে সংক্ষেপে।

মডেল প্রশ্ন-০৩

শফিক মুনাফা অর্জনের জন্য তার একই জমিতে চাষ করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই আখ চাষের পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন সারিতে পিঁয়াজ মরিচ ও ডালের চাষ করেছে। এ ধরনের উদ্যোগ দেশজ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূণ।

ক) BSTI কী? ১

খ) শিক্ষার সাথে খাদ্য নিরাপত্তার সম্পর্ক কীরূপ? ২

গ) উদ্দীপকে শফিক কোন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) বাংলাদেশে খাদ্য প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে উল্লিখিত ব্যবস্থা কি যথেষ্ট? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রঃ উঃ ক

Bangladesh Standard and testing institute

৩নং প্রঃ উঃ খ

সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবন যাপনের জন্য একটি সমাজের সকল নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করতে পারাকে খাদ্য নিরাপত্তা বলে।

শিক্ষার সাথে খাদ্য নিরাপত্তার দিক সমূহ নিশ্চিত করণের সর্ম্পক রয়েছে। সরকার দরিদ্র জন গোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। শিক্ষার হার বাড়লে কৃষকের দক্ষতা বাড়ে যা ফলন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। এছাড়া শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ খাদ্যের যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং তার উর্পাজন তথা ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে।

৩নং প্রঃ উঃ গ

শস্য বহুমুখীকরণ পদ্ধতি।

- শস্য বহুমুখীকরণের সংজ্ঞা লিখবে। উদাহরণ দিবে।
- উদ্দীপকের বর্ণনা উল্লেখ করে তা শস্য বহুমুখীকরণকেই নির্দেশ করে লিখতে হবে।

৩নং প্রঃ উঃ ঘ

না, যথেষ্ট নয়।

- খাদ্য প্রাপ্যতা কাকে বলে?
- খাদ্য প্রাপ্যতা ৪টি উপাদানের উপর নির্ভরশীল। দেশজ খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য আমদানি, সাহায্য এবং মজুদ।

- উদ্দীপকে বহুমুখী পদ্ধতিতে চাষাবাদে মোট দেশজ উৎপাদন কৃষি পায় যা খাদ্য প্রাপ্যতার প্রথম উপাদান কে পূরণ করে।
- খাদ্য আমদানি, সাহায্য ও মজুদের উপর খাদ্য প্রাপ্যতা কীভাবে নির্ভরশীল ব্যাখ্যা করতে হবে।

মডেল প্রশ্ন-০৪

২০১৭ সালের রির্পোট অনুযায়ী বিশ্বের ১১৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৯ তম। প্রণীত রিপোর্টে দেখা যায় মূলত ৩টি উপাদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে সামর্থ্য: অবস্থান ৭৮, প্রাপ্তি: অবস্থান ৮১ গুণগত মান ও নিরাপত্তা; অবস্থান ৯২ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন- খাদ্যনীতি প্রণয়ণ দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ও খাদ্য মজুত বৃদ্ধি, খাদ্য আমদানি ও খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, কৃষি উন্নয়ন ও কৃষি গবেষণায় গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি।

ক) খাদ্যের উপযোগিতা কী? ১

খ) দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার কোন দিকটি অর্জন সম্ভব? ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে প্রণীত রির্পোটে খাদ্য নিরাপত্তার কোন বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ কি 'খাদ্য নিরাপত্তা' নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রঃ উঃ ক

পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্যের সন্তোষজনক ও টেকসই যোগান, যা গ্রহণে সকল মানুষের সক্ষমতা রয়েছে তাই খাদ্যের উপযোগিতা।

৪নং প্রঃ উঃ খ

ক্রয়যোগ্যতা দিকটি অর্জন সম্ভব। কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট দামে, নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়ের যোগ্যতাকেই খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বলে।

বাংলাদেশের মতো অনেক দেশেই কর্মক্ষম লোকেরা বেকার থাকায় ক্রয়ক্ষমতা কম, দেশে শিল্পায়ন বাড়লে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা স্থাপিত হবে। এতে করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এভাবে বেকার সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে শিল্পায়ন লোকেরা খাদ্য কেনার যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে।

৪নং প্রঃ উঃ গ

খাদ্য নিরাপত্তার পরিমাপে খাদ্য নিরাপত্তার দিক সমূহ কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

যে উপাদানগুলো দ্বারা খাদ্য নিরাপত্তা প্রভাবিত হয় সেগুলোকে খাদ্য নিরাপত্তার দিক বলে। খাদ্য নিরাপত্তার ৩টি দিক রয়েছে। প্রাপ্যতা, ক্রয়যোগ্যতা ও খাদ্যের ব্যবহার এই বিষয়গুলি নিশ্চিত করতে পারলেই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

- ৩টি দিকের সংজ্ঞা লিখবে।
- বিষয়গুলি প্রত্যেকটি নিশ্চিত করার উপরেই খাদ্য নিরাপত্তা নির্ভর করে।

- উদ্দীপকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রাপ্তি, সামর্থ্য ও ব্যবহারের যে অবস্থান দেয়া হয়েছে তা সন্তোষজনক নয়।

৪নং প্রঃ উঃ ঘ

হ্যাঁ, সক্ষম হবে।

- খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞা লিখবে।
- খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞা থেকে দেখা যায় যদি খাদ্য প্রাপ্যতা, ক্রয়যোগ্যতা ও ব্যবহার এই তিনটি দিক পূরণ করা সম্ভব হয় তাহলে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন সক্ষম।
- খাদ্য প্রাপ্যতা, ক্রয়যোগ্যতা ও ব্যবহার কোন বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে লিখতে হবে।
- সরকারের পদক্ষেপ সমূহ আলোচনা করতে হবে এই তিনটি দিক পূরণে।
- উপরোক্ত নিরাপত্তা অর্জনে সক্ষম হবে।

মডেল প্রশ্ন-০৫

মাসুদ তার এলাকার স্থানীয় অসাধু ব্যবসায়ীদের দেখে তারা প্রতিনিয়তই ফল, মাছ, মাংসসহ পচনের হাত থেকে রক্ষা করতে এক ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার করেন। জনসাধারণ না বুঝেই ক্ষতিকর এক চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী তার বক্তব্যে বলেন, নির্বাচিত হলে এলাকার সকল জনগণের জন্য খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করবেন। সকল নাগরিকদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখবেন এবং খাদ্যোৎপাদনের সাথে জড়িত লোকদের সুন্দর জীবনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

ক) পুষ্টিকর খাদ্য কী? ১

খ) খাদ্যের প্রাপ্যতা কীভাবে মজুত দ্বারা প্রভাবিত হয়? ২

গ) উদ্দীপকে চেয়ারম্যান তার এলাকায় কী নিশ্চিতকরণের প্রতিশ্রুতি দেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে অসাধু ব্যবসায়ীদের কার্যক্রম কীভাবে খাদ্যের কার্যকারিতা ধ্বংস করছে উল্লেখপূর্বক এক্ষেত্রে সরকারের কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত-বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রঃ উঃ ক

খাদ্যের ৬টি উপাদান সমৃদ্ধ খাবার অর্থাৎ আমিষ, শর্করা স্নেহ, ভিটামিন খণিজ লবণ এবং পানি জাতীয় উপাদান পরিমিত পরিমাণে থাকে সেগুলোকে পুষ্টিকর খাদ্য বলে।

৫নং প্রঃ উঃ খ

কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যের প্রাপ্তিকে খাদ্যের প্রাপ্যতা বলে।

খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় দিক হলো খাদ্যের প্রাপ্যতা এই খাদ্য প্রাপ্যতাকে পর্যাপ্ত রাখার জন্য প্রয়োজন খাদ্য মজুত রাখা। এর ফলে আপদকালীন খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করা যায়। মূলত সরকারের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, আমাদিন এবং খাদ্য সাহায্য কে অবলম্বন করে এই মজুদ গড়ে ওঠে। যা খাদ্য প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের ৪টি উপাদানের মধ্যে অন্যতম উপাদান।

৫নং প্রঃ উঃ গ

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করনের নিশ্চয়তা দেন।

- খাদ্য নিরাপত্তা কাকে বলে লিখতে হবে।
- খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিবেচ্যে বিষয়সমূহ উল্লেখ করতে হবে।
- উদ্দীপকের বর্ণনা লিখে উপসংহার দিতে হবে উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তার বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

৫নং প্রঃ উঃ ঘ

'নিরাপদ খাদ্যের' কার্যকারিতাকে ধ্বং করেছে।

যে খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত কোনোভাবেই কলুষিত হয়না এবং স্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না তাকে নিরাপদ খাদ্য বলে।

- নিরাপদ খাদ্যের বৈশিষ্ট্য লিখতে হবে।
- উদ্দীপকের বর্ণনা থেকে লিখতে ব্যবসায়ীদের ভেজাল খাদ্য উৎপাদন বিক্রয় ও পরিবেশন একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এর ফলে নিরাপদ খাদ্য পরিস্থিতি বিঘ্নিত হচ্ছে কারণ এই সব খাদ্য খেয়ে জনসাধারণ নানারকম রোগে ভোগে। বিভিন্ন খাদ্যে ব্যবহৃত ক্যালসিয়াম কার্বাইড ফরমালিন, ইথোফেন, কীটনাশক ইত্যাদি খেয়ে মানুষের স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।
- এই প্যারায় খাদ্যকে কে ভেজাল মুক্ত করতে অর্থাৎ নিরাপদ করণীয় গুলো লিখতে হবে। যেমন- মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জোরদার কারণ এবং কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করতে হবে। (বই থেকে লিখে নিতে হবে।)